প্রথম আলো

তারিখ 14 JUN 2010
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ১

সিলেটে হঠাৎ এত কলেজ!

দেড় মাসে পাঠদানের অনুমতি চেয়ে ২০ কলেজের আবেদন

উজ্জ্বল মেহেদী, সিলেট ●

১৮৯২ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সিলেট নগরে সরকারি ও বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ছিল ১৭টি। আর সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আরও ২০টি। গত ১৯ এপ্রিল থেকে ৭ জুনের মধ্যে নতুন এই কলেজগুলো পাঠদানের অনুমতি চেয়ে শিক্ষা বোর্ডে আবেদন করেছে। এর মধ্যে গত ৭ জুন পর্যন্ত ছয়টি কলেজ অনুমতিও পেয়েছে। পাঠদানের অনুমতি পায়নি এমন কয়েকটি কলেজও অবৈধভাবে ভর্তির প্রচার চালাচ্ছে।

ওই কলেজগুলোর একটি বিপণিবিতানে বিউটি পার্লারের পাশে, একটি নির্মাণাধীন ভবনে এবং

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৫

সিলেট নগরের শাহজালাল উপশহরের সোনারপাড়ায় বিপণিবিতানের সামনে সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের তোরণ ● ছবি : আনিস মাহমুদ

সিলেটে হঠাৎ এত কলেজ!

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাকিগুলোর বেশির ভাগই আবাসিক এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে। হঠাৎ গড়ে ওঠা এসব কলেজে শিক্ষার মান কেমন হবে তা নিয়ে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও অভিভাবক মহলে রয়েছে নানা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।

সিলেট নগরের শাহ্জালাল উপশহরের সোনারপাড়ায় একটি বিপণিবিতানের নিচতলায় মুদি দোকান ও অন্যান্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। দোতলায় বিউটি পার্লার। এই দোতলায়ই কয়েকটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে স্থাপন করা হয়েছে 'সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ'। গত ৩১ মে পাঠদানের অনুমতি পাওয়ায় এখন চলছে ওই কলেজে ভর্তির প্রচার। কলেজটি যাতে মানুষের নজরে আসে সে জন্য ওই বিপণিবিতানের সামনে তৈরি করা হয়েছে একটি নজরকাড়া তোরণ।

নগরের লামাবাজারের বাসিন্দা তপন কুমার দে বলেন, 'আমার মেয়ে এ বছর এসএসসি পাস করেছে। সরকারি কলেজে যদি ভর্তির সুযোগ না পায় তাহলে কোথায় ভর্তি করব—এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি।' তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'আগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে এলাকা পরিচিত হতো, এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুঁজতে গেলে কোন মার্কেট বা দোকানের পাশে তা আগে খুঁজতে হয়!'

নগরের শাহ্জালাল উপশহর, আম্বরখানা, রায়নগর, পাঠানটুলা, জিন্দাবাজার, মির্জাজাঙ্গাল, হুমায়ুন রশীদ চত্বর, মিরাবাজার, শিবগঞ্জ আবাসিক এলাকায় নতুন এ কলেজগুলো স্থাপিত হয়েছে।

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের অন্যতম পরিচালক এ কে এম ফজলুল হক *প্রথম আলোর* কাছে স্বীকার করেন, তাড়াহুড়া করে অস্থায়ীভাবে ওই বিপণিবিতানে কলেজ স্থাপন করেছেন। অধ্যক্ষ এখনো নিয়োগ করা হয়নি। ছাত্রছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে অধ্যক্ষও নিয়োগ করা হবে।

শাহ্জালাল উপশহর আবাসিক এলাকায় দুটি পুরোনো কলেজ থাকা সত্ত্বেও নির্মাণাধীন একটি বাড়ির দোতলায় গড়ে তোলা হয়েছে 'মেট্রোসিটি উইমেন্স কলেজ'। সেখানে বিল বোর্ড স্থাপন করে 'ভর্তি চলছে...' বলে প্রচার চালানো হচ্ছে।

বেসরকারিভাবে নতুন কলেজ স্থাপনের নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে, নতুন কলেজ স্থাপন করতে হলে পার্শ্ববর্তী কলেজ থেকে এর দূরত্ব হতে হবে অন্তত দুই কিলোমিটার এবং যে এলাকায় কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে, সেই এলাকার জনসংখ্যা হতে হবে অন্তত ৭৫ হাজার।

কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে নীতিমালা লঙ্ঘিত হয়েছে কি না জানতে চাইলে সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের পরিচালক এ কে ফজলুল হক বলেন, 'আমরা ওই নীতিমালা মেনে আগেই অনুমোদন লাভ করেছি। আমাদের পরে যে কলেজ স্থাপন করা হয়েছে, তারা নীতিমালা লঙ্ঘন করেছে।'

শাহ্জালাল উপশহর এলাকায় দূরত্ব ও জনসংখ্যার শর্ত লঙ্ঘন করে দুটি কলেজ স্থাপন প্রসঙ্গে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক মো. হাফিজুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মহানগর এলাকায় ওই নীতিমালা শিথিলযোগ্য। কিন্তু কতটা শিথিলযোগ্য সে ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা না থাকায় এমন হচ্ছে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'কেউ তো আর শিক্ষার্থীদের জোর করে ভর্তি করতে পারবে না। ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা সচেতন হলেই কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

শাহ্জালাল উপশহরে সব শেষে স্থাপন করা হয় মেট্রোসিটি উইমেন্স কলেজ। এ কলেজের পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তাঁদের কলেজ পাঠদানের অনুমতি পেয়েছে গত ৬ জুন। কলেজ স্থাপনের নীতিমালা লঙ্ঘনের ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এটা শিক্ষা বোর্ড জানে। পরিদর্শন করে বোর্ড অনুমতি দিয়েছে বলে আমরা কলেজ চালু করেছি।'

পাঠদানের অনুমতি মেলার আগেই বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ফিরিস্তি দিয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য চটকদার প্রচার চালাচ্ছে বিভিন্ন কলেজ। পাঠানটুলা এলাকার 'সিলেট ক্যামব্রিয়ান কলেজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শিব্বির আহমদ বলেন, পাঠদানের অনুমতি মিলবে—এ আশায় তাঁরা প্রচার চালাচ্ছেন।

রায়নগরে 'সার্ক ইন্টারন্যাশনাল কলেজ'-এর শিক্ষা পরিচালক সাইফুর রহমানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে তিনি সরলভাবেই বলেন, 'আমরা শেষ পর্যন্ত অনুমতি না পেলে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের অন্য কলেজের মাধ্যমে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করব।'

সিলেট শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক মো. হাফিজুর রহমান পীর ছয়টি কলেজের পাঠদানের অনুমতি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, বাকি ১৪টি কলেজের আবেদন বিবেচনাধীন। তাড়াহুড়া করে কলেজ স্থাপনের বিষয়টিকে প্রথমেই নেতিবাচকভাবে না দেখে বরং পরে কলেজগুলো সঠিকভাবে চলছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা জরুরি বলে মনে করেন কলেজ পরিদর্শক।

যেখানে-সেখানে তড়িঘড়ি স্থাপিত কলেজে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক বলে মন্তব্য করেন সিলেট মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য মো. আবদুল আজিজ। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সুষ্ঠু পরিবেশ ছাড়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে সেখান থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসবে না। হালে যে প্রক্রিয়ায় কলেজ হচ্ছে, তাতে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যই বড় হয়ে দেখা দেবে। ব্যবসার কথা বিবেচনায় রেখে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। তাই যথাযথ নিয়ম মেনে কলেজ স্থাপন করা উচিত।'